বিএসএমএমইউ-এর মাননীয় উপাচার্য মহোদয় ও সম্মানিত ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়

আনন্দপূর্ণ, কঠিন ও দুঃসাহসী অভিযানের বর্ণনা দিলেন এভারেস্ট জয়ী বাংলাদেশী মি. এম এ মুহিত

"প্রত্যেক মানুষের জীবনের এক একটি এভারেস্ট রয়েছে, তা জয় করতে হবে"

আনন্দপূর্ণ, কঠিন ও দুঃসাহসী অভিযানের বর্ণনা দিলেন এভারেস্ট জয়ী বাংলাদেশী মি. এম এ মুহিত। আজ বৃহস্পতিবার ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ইং তারিখ, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের ২য় তলার অডিটোরিয়ামে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান ও সম্মানিত ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সম্মানে বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট জয়ী মি. এম এ মুহিতের অভিজ্ঞতা বিনিময় (হিমালয় টু বে অফ বেঙ্গল) অনুষ্ঠানে তিনি এ বর্ণনা দেন। এসময় তিনি বলেন, অজেয়কে জয় করার প্রেরণা থেকেই এভারেস্ট জয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ জন্য বারবার তাঁকে মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়েছে। তবে বাংলাদেশের পতাকা এভারেস্ট-এর চূড়ায় উড়ানোর তাড়ানা তাঁর কাছে কোনো বাধাই বাধা মনে হয়নি। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটি একটি এভারেস্ট রয়েছে এবং তা জয় করতেই হবে। এরমধ্যে জীবনের সার্থকতা নিহিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা ও নেপাল দূতাবাসের উদ্যোগে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিএসএমএমইউ-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান ছাড়াও নেপালের মান্যবর রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ড. চপ লাল ভুসাল (Prof. Dr. Chop Lal Bhusal) উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, নার্সিং অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. অসীম রঞ্জন বড়ুয়া, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন সহ বিএসএমএমইউ-এর সম্মানিত ফ্যাকাল্টিবৃন্দ, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নেপালের রেসিডেন্ট শিক্ষার্থী চিকিৎসকবৃন্দ ও বাংলাদেশস্থ নেপাল দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের ও নেপালের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, দু' দেশের মধ্যে মেডিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে নেপালের স্বীকৃতি দানসহ দু' দেশের মধ্যে বিদ্যমান নানা সম্পর্ক, যোগাযোগ ও বন্ধনের কথা উল্লেখ করেন।

নেপালের মান্যবর রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ড. চপ লাল ভুসাল (Prof. Dr. Chop Lal Bhusal) তার বক্তব্যে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এভারেস্ট জয় আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। হুমকির মুখে পড়েছে সেখানকার মানুষের জীবন-যাপন ও জীব বৈচিত্র্য। এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মালদ্বীপ, ফিজির মতো দ্বীপদেশসমূহ ভয়াবহ হুমকির মুখে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ছোট ছোট দ্বীপসমূহ হারিয়ে যেতে বসেছে। কেবলমাত্র বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এ সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাঁচজন বাংলাদেশী এভারেস্ট জয় করেছেন। এরমধ্যে ২০১০ সালের ২৩ মে জনাব মুসা ইব্রাহীম, ২০১১ সালের ২১ মে মি. এম এ মুহিত এবং ২০১২ সালের ১৯ মে নিশাত মজুমদার পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করেছেন। এছাড়াও ওয়াসফিয়া নাজনীন ও মোঃ খালেদ এভারেস্ট-এর চূড়ায় আরোহণের মাধ্যমে এভারেস্ট জয় করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগী কল্যাণ সমিতির ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আজ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১ টায় ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সমিতির সহ-সভাপতি ও বিএসএমএমইউ-এর পরিচালক (হাসপাতাল) বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ আবদুল্লাহ-আল-হারুন, বিএসএমএমইউ-এর পরিচালক (মানব সম্পদ) ডা. জামাল উদ্দিন খলিফা, হেপাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ও সমিতির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ সেলিমুর রহমান, বিএসএমএমইউ-এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু নাসার রিজভী, ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শামসুন নাহার, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ জাফর খালেদ, সমিতির সহ-সভাপতি জনাব আবু মোহাম্মদ ইউসুফ, সমিতির সম্পাদক বেগম সিতারা ইয়াসমিন, যুগ্ম-সম্পাদক বেগম রাজিয়া সুলতানা প্রমুখ। সভায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের বিবরণী তুলে ধরা ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন দেয়া হয় এবং রোগীর কল্যাণ সমিতির সম্মানিত আজীবন সদস্যদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।